১ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

স্লিভার : কার্ডিং এবং কম্বিং দ্বারা প্রাপ্ত পাতলা আস্তরণ আকৃতি ধারণ করে, এই তন্তুই হলো স্লিভার।

১ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

নাইলনকে নন সেলুলোজিক তন্তু বলা হয়। নিচে ব্যাখ্যা করা হলো:

যেসব কৃত্রিম তন্তুকে সেলুলোজ থেকে তৈরি না করে , অন্য পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে তৈরি করা হয় তাদেরকে নন সেলুলোজিক তন্তু বলে। সেলুলোজ হলো এক ধরনের সুক্ষ্ম আঁশযুক্ত পদার্থ, যা দিয়ে উদ্ভিদ ও প্রাণীকোষ তৈরি হয়। নাইলন তন্তু সেলুলোজ দিয়ে তৈরি না হয়ে এডিপিক এসিড ও হেক্সামিথিলিন ডাই এ্যামিন নামক রাসায়নিক পদার্থের পলিমারকরণ প্রক্রিয়ায় তৈরি করা হয়, এজন্য নাইলনকে নন সেলুলোজিক তন্তু বলা হয় ।

১ নং প্রশ্নের উত্তর (গ)

ডিসেম্বর মাস শীতকাল হওয়ায় শান্তর এসময় পশম বা উলের পোশাক পরিধান করা উচিত ছিল।

শীতকালে শীত থেকে আত্মরক্ষার জন্য পশম বা উলের পোশাকের বিকল্প নেই। তাপ কুপরিবাহী হওয়ায় এ ধরনের পোশাক শীতবস্ত্র হিসেবে বহুল ব্যবহৃত। নমনীয়তা, স্থিতিস্থাপকতা, কুঞ্চন প্রতিরোধের ক্ষমতা ও রং ধারণ ক্ষমতা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের কারণে এ তন্তুর তৈরি পোশাক বেশ জনপ্রিয়। এই তন্তুর মাঝে ফাঁকা জায়গা থাকে যেখানে বাতাস আটকে থাকতে পারে। শীতের দিনে এ ধরনের তন্তুর কাপড়ে শরীর থেকে তাপ বেরিয়ে যেতে পারে না। তাই পরিধানকালে গরম অনুভূত হয়।

Fb.Com/Uzzalmhamud64

সুতরাং শীতকালে শান্তর ঠাণ্ডা থেকে আত্মরক্ষার জন্য পশম বা উলের পোশাক পরিধান করা যুক্তিযুক্ত।

১ নং প্রশ্নের উত্তর (ঘ)

পরিবেশের তাপমাত্রার পার্থক্যের কারণে একই কাপড়ে দুই সময়ে দুই ধরনের অনুভূতি লাগে।

উদ্দীপক হতে দেখা যায় যে, শান্ত ডিসেম্বর মাসের এক সকালে শীত নিবারণের জন্য দুটি শার্ট পরেছিল কিন্তু তাতেও তার শীত কমলো। কারণ শান্তর শার্টটি ছিল সুতি কাপড়ের। সুতি কাপড়ের তাপ পরিবহন ও পরিচলন ক্ষমতা বেশি হওয়ায় দেহের তাপ সহজেই বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে। ফলে শরীরে ঠান্ডা লাগে। এছাড়াও শীতের সময় বাতাস বেশি ঠান্ডা থাকায় তা সুতি কাপড়ের মধ্যে দিয়ে সহজেই শরীরে লাগে। এ কারণে শান্তর স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ঠান্ডা অনুভূত হয়েছিল।

আবার একই কাপড় শান্ত যখন তিন মাস আগে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাসে পরেছিল তখন তার কাছে আরাম অনুভূত হয়েছিল। কেননা সেপ্টেম্বর মাস অর্থাৎ গরমের দিনে শরীরের তাপ বেশি থাকে। এ অতিরিক্ত তাপ সুতি কাপড় দ্বারা সহজে পরিবাহিত হয়ে দেহের বাইরে চলে যায়। ফলে সুতি কাপড় পরিধান কারী স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে।

তাই বলা যায়, একই সুতি কাপড় পরিধানে দুই সময়ে অর্থাৎ দুই ঋতুতে পরিবেশের তাপমাত্রার পার্থক্যের কারণে দুই রকমের অনুভূতি লাগে।

fb.com/Uzzalmahamud64